তারিখ 29 DEC 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

দৈনিক ইত্তেফাক

243

প্রায় ২ কোটি টাকা পড়িয়া আছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৫টি ট্রাস্ট ফান্ড নিষ্ক্রিয়

আনোয়ার আলদীন ॥ ছাত্র ও শিক্ষকদের মেধার বিকাশের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে ১৩৫ টি ট্রাস্টি ফান্ড থাকিলেও কার্যতঃ উহার অধিকাংশই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া আছে। বছরের পর বছর ধরিয়া এই অবস্থা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ফান্ডের কার্যক্রম সচল না থাকায় ইতিমধ্যে কয়েকজন ফাউন্ডার তাহাদের ফান্ড তুলিয়া নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র দিয়াছেন। ফান্ডগুলির নামে ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ সুদে-আসলে প্রায় ২ কোটি টাকা। ফান্ডগুলির মধ্যে বৃত্তি ফান্ডের সংখ্যাই বেশী। বিশ্ববিদ্যালয়ের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বার্ষিক অথবা দ্বিবার্ষিক হারে বৃত্তি প্রদানের জন্য ফান্ড চালু করা হইয়াছে। ইহাছাড়া স্মারক বক্তৃতামালা, স্কলারশীপ ফান্ড, রিসার্চ ফান্ড, মেডেল ফান্ড ও প্রাইজ ফান্ড খোলার জন্য কেহ কেহ অর্থ প্রদান করিয়াছেন। এই ফান্ডগুলির মধ্যে কেবল ৩০/৩৫টি বৃত্তি ফান্ডের অর্থ নিয়মিত ব্যবহার হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচাইতে প্রাচীনতম "রাজা কালীনারায়ণ দত্ত বৃত্তি ফান্ডের"

অবস্থাও (২য় পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

(১ম পৃঃ পর)

শোচনীয়। ৩০ বছর পূর্বে এই ফাণ্ডের নামে ১১ হাজার ৮ শত টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোনালী ব্যাংক শাখায় জমা রাখা হয়। শুরুতে কয়েকবছর উহার কার্যক্রম সচল থাকার পর নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে ১ লক্ষ টাকার কম কোন ট্রাষ্টি ফাণ্ড খুলিতে দেওয়া হয় না। চলতি বছর বিভিন্ন ব্যক্তির নামে তাহাদের পরিবারের অর্থে ৭/৮টি নূতন ট্রাষ্টি ফাণ্ড খোলা হইয়াছে। উহার কার্যক্রম কবে নাগাদ চালু হইবে উহাও অনিশ্চিত।

ফাণ্ডগুলির মধ্যে বর্তমানে রওশন ইয়াশ আলী ওয়েলফেয়ার বৃত্তি পদক ফাণ্ডের নামে সর্বোচ্চ ৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা রহিয়াছে। অভিযোগ যে, এই বৃত্তি পদকও অনিয়মিত হইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যাপারে যোগাযোগ করা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাষ্টি ফাণ্ডের কেয়ারটেকার ও শিক্ষা উপ-রেজিষ্ট্রার মুহম্মদ সেলিম বলেন, লোক বলের অভাবে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ট্রাষ্টি ফাণ্ড সেক্টরে মাত্র ১জন অফিসার রহিয়াছেন। তাহার একার পক্ষে এই বিশাল দায়িত্ব পালন সম্ভব নহে।

তিনি বলেন, ফাণ্ডগুলিকে সক্রিয় করিতে হইলে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও অধিক লোককে এই সেক্টরের দায়িত্ব দিতে হইবে।